Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

SFG1819

পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কাঠামো (EMF) সারসংক্ষেপ

১। পটভূমি:

বেসরকারী উন্নয়ন সহায়তা প্রকল্প (PSDSP) কয়েকটি পাইলট প্রকল্পের উন্নয়নে সহায়তার জন্য তৈরি করা হয়েছিল, যাতে নতুন অর্থনৈতিক অঞ্চল মডেল একত্রিত করা হয়েছে। উপরন্তু PSDSPর লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটি উৎপাদন ও সেবা নেতৃত্বাধীন রূপান্তর করার প্রয়োজনে অবকাঠামো প্ল্যাটফর্ম গঠন করা। ক্রমবর্ধমান জনবহুল বাংলাদেশের জন্য অত্র প্রকল্প ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত পোশাক খাতকে অতিক্রম করে, উৎপাদন এবং পরিষেবার মধ্যে দৃঢ় বিনিয়োগের সৃষ্টি এবং টেকসই কর্মসংস্থান ও পারিবারিক আয়ের বৃদ্ধিতে অবদান রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।

PSDSP-১ আগস্ট, ২০১১ সালে কার্যকরী হয় এবং জুন, ২০১৬ সালে সম্পন্ন করার জন্য নির্ধারিত হয়, এতে ৪২.৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আইডিএ ক্রেডিটের অর্থায়ন, এবং ইউকে ডি ার্টমেন্ট অফ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (DfID) থেকে ১৭.৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদান পাওয়া যায়।

অর্থবছর (17-21) এ PSDSP এর নতুন, অতিরিক্ত অর্থায়ন (PSDSP-2), মূল PSDSP, FY12-16 (PSDSP -1) এর সাফল্য ও পাঠ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে সম্প্রতি লাইসেন্সপ্রাপ্ত এবং নতুন অঞ্চলসমূহ নির্মাণ ও স্কেলিং আপ করার জন্য বাংলাদেশ সরকারকে সহায়তা করা হবে। প্রকল্প সবুজ-ক্ষেত্র ও সম্প্রসারণ প্রকল্পের জন্য সার্ভিসিং শিল্প দেশে প্রবেশ নিরাপদ, সরকারি মালিকানাধীন ও নিয়ন্ত্রিত জমি দ্বারা বেসরকারি বিনিয়োগ এবং কাজ সৃষ্টি সীমাবদ্ধতার সুরাহা করবে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃ ক্ষ (BEZA) এবং বাংলাদেশ হাই-টেক ার্ক কর্তৃ ক্ষ (BHTPA) থেকে লাইসেন্স প্রাপ্ত বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের দ্বারা মূলত SEZs গুলো অর্থায়ন ও উন্নত করা হবে। লাইসেন্স বেসরকারী ডেভেলপারদের এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) উভয় প্রকারে জারি করা হবে। প্রকল্প প্রাক সম্ভাব্যতা যাচাই, মাস্টার প্লান ও কার্যপরিচালনা উপদেষ্টাদের প্রস্তুতি ও প্রাইভেট ইজেড ডেভেলপারদের ছাড় জমিতে অর্থায়ন করবে। অঞ্চলসমূহ বিল্ডিং সেফটি, পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষায় আন্তর্জাতিক চর্চা অনুযায়ী উন্নত করা হবে।

২। প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

প্রকল্পের উদ্দেশ্য সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব ব্যবহার করে পরিবেশসম্মত অর্থনৈতিক অঞ্চল বিকশিত করা। প্রকল্পটি পাবলিক সেক্টর অবকাঠামোগত উন্নয়নে বিনিয়োগ, বিদ্যমান জোনের দক্ষতা আরও উন্নত ও বেসরকারি অংশগ্রহণের মাধ্যমে সম্ভবপর হওয়া জোন উন্নয়নে বেসরকারি অর্থায়নের উদ্দেশ্যসাধন, পরিসেবা জমি উন্নয়নের জন্য অর্থায়ন নিয়ে গঠিত।

৩। প্রকল্পের উপাদানঃ

উপাদান ১: ইজেড উন্নয়ন উপযোগী পরিবেশ শক্তিশালীকরণ- উপাদানটি প্রযুক্তিগত সহায়তা, সক্ষমতা বৃদ্ধি , প্রশিক্ষণ, ছোট সরঞ্জামাদি এবং কর্মক্ষম ব্যয়ের আর্থিক সংস্থানের করবে। এই অর্থায়ন উন্নয়ন প্রক্রিয়া সহজতর এবং ত্বরান্বিত করার জন্য বিস্তারিত অফসাইট অবকাঠামো নকশা উন্নয়ন সহ নির্মাণ, ওয়ান স্টপ সেবা, কন্ডাক্ট সাইটের মূল্যায়ন এবং প্রাক সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য একটি অনলাইন পোর্টাল নকশা খাটান তৃতীয় পক্ষের ট্রানস্যাকশন পরামর্শদাতা নিয়োগের এবং টার্গেট জোন ডেভেলপারদের / অপারেটর ও এঞ্জর বিনিয়োগকারীদের.কভার করবে।

এই উপাদানটি পূর্বে PSDSP জন্য অর্থায়নের চুক্তির একটি অনুষঙ্গাহীন উপাদান ছিল যা আন্তর্জাতিক সংস্থা মধ্যে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা সক্ষমতা বৃদ্ধি, অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

উপাদান ২: ইজেড উন্নয়ন এর জন্য পাবলিক বিনিয়োগ সুবিধা- উপাদানটি অপরিবর্তিত রয়ে গেছে এবং বেশিরভাগই কাজ ও সরঞ্জাম অর্থায়ন করবে, আনুপাতিক হারে বাড়ান ও নিরাপত্তা সমুন্নত রাখতে EZs মধ্যে জায়গায় সর্বশেষ মাইল অবকাঠামো ও ক্রিটিক্যাল যন্ত্রপাতি স্থাপন দ্বারা লাইসেন্সকৃত EZs উন্নয়ন ত্বরান্বিত, উচ্চ সামাজিক ও পরিবেশগত মান মেনে এগিয়ে যাওয়া, এবং জোনের মধ্যে মৌলিক সেবা করতে উদ্ভাবনী সমাধানের ভিড়ের সমাগম ঘটাবে।

উপাদান ৩: দক্ষতা গঠন, ভবন নিরাপত্তা, এবং টেকসই সামাজিক ও পরিবেশগত মান শক্তিশালীকরণ- উপাদানটি কারিগরী সহায়তা, সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণ অর্থ কিন্তু প্রশিক্ষণ এবং মান ও কোড দিয়ে এবং লিঙ্গা সংবেদনশীল প্রোগ্রাম একটি সুনির্দিষ্ট ফোকাস সঙ্গে ভাল পরিবেশগত ও সামাজিক চর্চা মেনে চলার প্রচার আরও ফোকাস চলতে থাকবে. এটা ব্যবসায়িক সম্পর্কও এবং প্রক্রিয়ার উন্নতির উপর কম ফোকাস করবে।

৪। পরিবেশ ব্যবস্থাপনা:

প্রকৃতি এবং জোন ধরনের উপর নির্ভর করে, উন্নয়ন এবং অপারেশন পর্যায়ে উপ-প্রকল্পগুলোর অবকাঠামো গঠনে নির্মাণসামগ্রীর ব্যবাহার, সংশ্লিষ্ট মাটির পরিবর্তন এবং শিল্প নির্গমন থেকে শিল্প ও গার্হস্থ্য বর্জ্যপানি, ও কঠিন বর্জ্যের উৎপত্তিতে পরিবেশগত প্রভাব হতে পারে। PSDSP বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশগত প্রবিধানমালা এবং বিশ্বব্যাংকের নিরাপত্তা নীতি নিশ্চিত করতে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা কাঠামো (EMF) তৈরী করেছে। PSDSP জন্য প্রস্তাবিত অতিরিক্ত অর্থায়ন আলোকে, PSDSP প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় অর্জন অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে এই পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা কাঠামো (EMF) আপডেট করা হয়েছে।

EMF এর ডিজাইন করা হয়েছে-

• PSDSP প্রকল্পে পরিবেশগত উদ্বেগের প্রক্রিয়া বুঝতে যা সরকারী এবং বেসরকারী অর্থ সংস্থান প্রকল্পের সংমিশ্রণ;

• পরিবেশগত মূল্যায়ন, পর্যালোচনা, অনুমোদন ও প্রকল্পের আওতায় অর্থ দিয়ে সাহায্য করা বিনিয়োগ বাস্তবায়নের জন্য পরিষ্কার পদ্ধতি ও প্রণালী প্রতিষ্ঠা;

• যথাযথ ভূমিকা ও দায়িত্ব, নির্দিষ্ট এবং পরিচালনার এবং বিনিয়োগ প্রকল্প সম্পর্কিত পরিবেশগত উদ্বেগ নিরীক্ষণ জন্য প্রয়োজন প্রতিবেদনের পদ্ধতি, সীমারেখা;

• প্রশিক্ষণ, সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সফলভাবে EMF বিধানাবলী বাস্তবায়নে প্রয়োজন প্রযুক্তিগত সহায়তা নির্ধারণ;

• EMF বাস্তবায়নের জন্য বাস্তব তথ্য, এবং সম্পদ প্রদান.

EMF এর ব্যবহারকারীঃ

- PSDSP এর কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী ইউনিটের (CCU, ERD) প্রকল্প স্টাফ
- প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা (BEPZA/BEZA/HTPA)
- সম্ভাব্য বেসরকারি মাস্টার ডেভেলপার

৫। **বাংলাদেশের প্রাসঙ্গিক আইনকানুনসমূহঃ**

বাংলাদেশে পরিবেশ বিষয়ক বহু আইনকানুন রয়েছে যার মধ্যে কিছু আইন আছে উনিশ শতক পূর্বের। এ আইন সূমহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমাল, ১৯৯৭। এছাড়া অন্যান্য আইনসমূহ সংমিশ্রিত এবং পরিবেশ বিষয়ের সাথে পুরোপরি সম্পর্কিত নয়। পরিবেশের উপর প্রভাবের মাত্রা বিবেচনা করে পরিবেশ অধিদপ্তর সমগ্র প্রকল্পকে ০৪ (চার) শ্রেনীতে ভাগ করেছে। এগুলো হলোঃ

- সবুজ
- কমলা-ক
- কমলা-খ
- লাল

পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এ বাংলাদেশের প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area) বিষয়ে উল্লেখ আছে। এ আইন অনুযায়ী প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় পরিবেশ সংরক্ষণ (Environmental Protection) গুরুত্বপূর্ণ। এ স্থান সমূহে পরিবেশ এর অবস্থা সংকটাপন্ন (Critical) অবস্থায় পৌঁছে অথবা পৌঁছার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকে এবং যা সরকার কর্তৃক চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা অনুযায়ী কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র বিশেষ বিবেচনায় নেয়ার উল্লেখ আছে যেমনঃ জনবসতি, পুরাতন স্মৃতি স্তম্ভ, প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান, বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল, জলাভূমি, অভয়ারন্য, খেলা-ধুলার জন্য সংরক্ষিত স্থান, ম্যানগ্রোভ অঞ্চল,

বনাঞ্চল, জীব বৈচিত্রময় এলাকা এবং এতদসংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়। পরিবেশ অধিদপ্তর সারাদেশের মোট ১২ (বার)টি এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা হিসেবে ঘোষণা করেছে যার অধিকাংশই জলাভূমি এবং নদী (সংযোজনী-১)। এগুলো হলো- হাকালুকি হাওর, সোনাদিয়া দ্বীপ, সেন্টমার্টিন দ্বীপ, টেকনাফ পেনিনসুলা (কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতসহ), মারজাত বাওর টাংগুয়ার হাওর, এবং সুন্দরবন রিজার্ভ বনাঞ্চল হতে ১০ কি.মি. ব্যাসার্ধ পর্যন্ত এলাকা এবং ঢাকা শহরের চারিপ্বার্শে অবস্থিত ০৪টি নদী (বুড়িগঙ্গা নদী, শীতলক্ষা নদী, তুরাগ নদী এবং বালু নদী)। অন্যান্য নীতিমালাসমূহ যা বাংলাদেশের পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় এবং PSDSP Sub Project এর সাথে সম্পর্কিত তা হলো,

- জাতীয় পরিবেশ নীতি, ১৯৯২
- জাতীয় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কর্মকৌশল, ১৯৯৫ (National Environment Management Action Plan, 1995)
- National Conservation Strategy,1992.
- জাতীয় পানি নীতি, ১৯৯৯
- জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা কৌশল, ২০০১

পরিবেশ অধিদপ্তর হতে ছাড়পত্র প্রদানের পদ্ধতি-

কোন প্রকল্পের পরিবেশ অধিদপ্তর হতে ছাড়পত্র পেতে হলে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা অনুযায়ী দুটি ধাপ অনুসরণ করতে হয়-

- প্রাথমিক অবস্থায়ঃ অবস্থানগত ছাড়পত্র (Site Clearance)
- পরবর্তী পর্যায়ঃ পরিবেশগত ছাড়পত্র (Environmental Clearance)

EZ / EPZ সমূহ যা PSDSP এর মাধ্যমে উন্নয়ন করা হবে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা অনুযায়ী উক্ত প্রকল্প সমূহ লাল শ্রেনীভূক্ত এবং সেক্ষেত্রে পরিবেশ ছাড়পত্র প্রয়োজন হবে। সে সকল কর্মপদ্ধতি Zone এর মধ্যে পরিচালনা করা হবে তা পরিচালনা/ শিল্প-কারখানার প্রকৃতির উপর নির্ভর করবে এবং সেক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের উপযোগী গাইডলাইনকে অনুসরণ করতে হবে।

৬। বিশ্বব্যাংকের প্রযোজ্য রক্ষাকবচ নীতি (Safeguard Policy):

বিশ্বব্যাংকের রক্ষাকবচ নীতি এর উদ্দেশ্য হলো বিশ্বব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্পের কারণে যদি কোন পরিবেশগত প্রভাব (Environmental Impact) দেখা দেয় প্রয়োজনে সে প্রভাব পরিহার এবং কমানোর ব্যবস্থা করা। ব্যাংক এর রক্ষাকবচ যা PSDP এর জন্য তৈরী তা নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

পরিবেশ বিষয়ে বিশ্বব্যাংকের রক্ষাকবচ নীতিঃ

ক্রমিক নং	বিশ্বব্যাংকের নীতি	প্রাসঙ্গিকতার কারণ	কি কি ব্যবস্থা নিতে হবে

	পরিবেশগত মূল্যায়ন (Environmental Assessment)- OP 4.01	প্রকল্পের কারণে প্রাকৃতিক পরিবেশ এর উপর কোন প্রভাব থাকলে, বিশেষ করে বায়ু, পানি, ভূমি, জননিরাপত্তা, প্রাকৃতিক, আবাসস্থল, বনাঞ্চল।	পরিবেশগত প্রভাব (Environmental Assessment) প্রস্তুত করতে হবে এবং পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (Environmental Management Plan) করতে হবে, যার ফলে পরিবেশগত প্রভাব পরিহার অথবা কমানো যায়।

৭। মূল প্রকল্পের মূল্যায়ণ (Original Project Assessment):

প্রকল্পকে ক্যাটাগরী ‘এ’ হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা কাঠামো (Environmental Management Framework) কে OP 4.01 ভিত্তি করে তৈরী করা হয়েছে যেখানে প্রকল্পের আকার ও প্রকৃতিকে বিবেচনা করাসহ পরিবেশের বিভিন্ন জটিল দিক বিশেষত EZS এবং হাই-টেক পার্ক এর নিরিখে নির্ধারণ করা হয়েছে। পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি যা EMF এ বর্ণিত আছে তা উপ-প্রকল্পের (Sub-Project) ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তিনটি বাস্তবায়ন সংস্থায় স্বতন্ত্রভাবে ৩জন পরিবেশ বিশেষজ্ঞ দায়িত্বে আছেন। সুনির্দিষ্ট স্থানের (site) নির্মাণ কার্যক্রমের (Construction Activities) জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিবেশগত প্রভাব বিবেচনা ও অনুমোদন করা হয়। বাজেটসহ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা দরপত্র কাগজে অন্তর্ভূক্ত করা হয়ে থাকে। EMP বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য নির্মান স্থান নিয়মিত মনিটর করা হয়। BEPZA কর্তৃক ৩০ জন পরিবেশ কাউন্সিলারস নিয়োগ করা হয়েছে এবং একটি পরিবেশ ল্যাবেরটরী তৈরী করা হয়েছে যার মাধ্যমে EPZ এর ভিতর যে সকল প্রতিষ্ঠান আছে তার পরিবেশ সুরক্ষা করা যায়। EPZ এর ভিতর ২১টি প্রতিষ্ঠান আছে, যারা প্রয়োজনীয় পরিবেশ এর মানদন্ড মেনে চলছে (ISO 14000 অথবা সমতুল্য)।

প্রকল্পের ভিতর গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত প্রভাব এর সৃষ্টি হয় মূলত পানি এবং বায়ু দূষনের কারণে ইহা মূলত সৃষ্টি হয় অপরিশোধিত গৃহস্থালির পানি, শিল্প কারখানার বর্জ্য, চিমনি দ্বারা বায়ু নির্গমণসহ শিল্প কারখানার অন্যান্য কার্যক্রম, কঠিন এবং ক্ষতিকর বর্জ্য পরিচালনা (handling) এবং নিষ্পত্তি (disposed) করা, ই-বর্জ্য (e-waste) সৃষ্টি হওয়া। অধিকাংশ প্রভাবই হ্রাস অথবা পরিহার করা যায় সঠিক ডিজাইন ও EMF বাস্তবায়নের মাধ্যমে নিরাপদ এলাকা (Green Zone) EZ এর পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত করা হবে। এ পদ্ধতিগুলো হলো, energy efficiency, Co-generation, renewable energy এর ব্যবহার, পানি পরিশোধন (WTP) এবং বর্জ্য পরিশোধন (ETP) এর কার্যকরী ব্যবস্থাপনা এবং বিকল্প পরিবহন পদ্ধতিও ইহার অন্তর্ভূক্ত। এ ছাড়াও প্রতিষ্ঠানসমূহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানদন্ড (ISO 1400;2004 পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা মানদন্ড) এবং OHSAS 18001:2007 পেশাদারী স্বাস্থ্য সরুক্ষা মানদন্ড মেনে চলবে।

৮. **PSDSP** এবং **PSDSP AF** এর পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিঃ

PSDSP এর জন্য পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব কমানোর লক্ষ্যে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং প্রকল্প পরিকল্পনা, নকশা, নির্মাণকার্য, অপারেশন ফেজে পরিবেশগত দিকগুলি পর্যাপ্তভাবে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। উপরুন্ত বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ সংক্রান্ত বিধিবিধান ও বিশ্ব ব্যঙ্কের রক্ষাকবচ নীতির অনুবর্তি হয়ে এই পদ্ধতিগুলি একটি কাঠামো প্রদান করে যা ক. প্রকল্প কার্যাবলীর পরিবেশগত উপকারী ও অপকারী দিকগুলি খুঁজে বের করা, ধারনা দেয় ও মূল্যায়ন করে খ. উপকারী প্রভাবগুলি বর্ধিতকরনের জন্য নকশা প্রণয়ন করে গ. পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য যথোপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন করে।

রপ্তানী প্রক্রিয়াকরন এলাকার পরিবেশগত দিক- PSDSP –এ প্রস্তাবিস্ত EZ/EPZ গুলির পরিবেশগত প্রভাব মূলত অঞ্চলগুলির প্রকৃতি ও ধরণ স্থানীয় পরিবশগত অবস্থার উপর বিস্তৃতভাবে নির্ভর করে। এই প্রভাবগুলিকে নিম্নোক্ত ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

- কলকারখানার অশোধিত বর্জ্যের কারণে পার্শবর্তী জলাধারের উপর প্রভাব
- চিমনীর মাধ্যমে বায়বীয় নির্গমন ও কয়লাকরখানার অন্যান্য অপারেশনের কারণে স্বাস্থ্যগত প্রভাব
- কয়লাকরখানার কঠিন ও ক্ষতিকর বর্জ্যের প্রভাব যার মধ্যে বর্জ্য স্লাজও অন্তর্ভুক্ত
- ক্যামিকেল/বিপদজনক বস্তুর সংরক্ষণ, পরিচালনা ও ব্যবহারের বিপদ
- ভূগর্ভস্থ/ ভূপৃষ্ঠের পানি ব্যবাহারের প্রভাব
- অশোধিত গৃহস্থালী তরল বর্জ্যের কারণে প্রভাব
- ভূমি ব্যবহাররে পরিবর্তণ, যানবাহনের চলাচল বৃদ্ধি ও অন্যান্য উন্নয়নের কারণে পরোক্ষ প্রভাব

PSDSP এর সম্ভাব্য উপপ্রকল্প কালিয়াকর হাইটেক পার্ক, যশোর MTB, সিলেট HTP, মোংলা, মীরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলের পরিবশগত নিরূপণ সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে এই অঞ্চল সমূহ নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসূচক প্রভাব ফেলতে পারে।

- অঞ্চল সমূহ স্থাপনের কারণে প্রাকৃতিক নিষ্কাশন প্রণালীর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি
- ভূগর্ভস্থ/ ভূপৃষ্ঠের পানির দূষণ
- নির্মাণ কার্যের সময় পরিবেশগত প্রভাব
- অ-অনুবর্তী শিল্প কারখানার সম্ভাব্য পরিবেশগত দায়

প্রকল্প শ্রেণীবিন্যাসকরণঃ PSDSP উপ-প্রকল্পের পরিবশেগত শ্রেণীবদ্ধকরণ

ক্রমিক নং	উপ-প্রকল্প	পরিবেশগত শ্রেণী
০১	পরিপূর্ণভাবে সমাপ্তকৃত ইজেড (আরএনজি, আইটি বা অন্যান্য) উন্নয়নে প্রকল্প বাসত্মবায়নকৃত সংস্থার মাধ্যমে	A
০২	সাইট উন্নয়ন এবং অন্যান্য উন্নয়ন কার্যক্রম	A
০৩	ইজেড এ জন উন্নয়ন অর্থ যেমন রেল/সড়ক সংযোগ ইত্যাদিও জন্য সহায়ক	A
০৪	ইজেড উন্নয়নের জন্য জন অর্থ ইজেড অফিস, ট্রেনিং সেন্টার, গবেষণা এবং সাধারণ পরিকাঠামোয় ব্যবহৃত।	B
০৫	জন অর্থ পরিবেশগত অবকাঠামো যেমন: বিদুযত্ বিতরণ, পানি সরাবরহ ও বন্টন, সুয়েরেজ ও ড্রেনেজ, শিল্প বর্জ্য শোধনাগার, কেন্দ্রিয় শোধনাগার (গার্হস্থ্য/ শিল্প বর্জ্য/বিপদজনক বজর্্য, নিষ্পত্তিতে ব্যবহার্য	A
০৬	অন্যান্য সুবিধা ইজেড উন্নয়নে জন-সম্পৃক্ততা/ব্যক্তিগতভাবে করা	B

উপরোক্ত শ্রেণীকরনের বাইরেও PSDSP কর্তৃক চিহ্নিত কোন নতুন উপ প্রকল্প শ্রেণীবদ্ধকরণ করা যেতে পারে এবং এই শ্রেণীবদ্ধকরণ ঐ প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য বিষয় এবং সংজ্ঞা পরিবেশগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে EMF সেট হতে নির্ধারণ করা হবে।

পরিবেশগত উপ-প্রকল্প সমূহের মুল্যায়নঃ

যেকোন নতুন জোন উন্নয়ন করার জন্য অবশ্যই EIA করতে হবে এবং বাংলাদেশ সরকার থেকে ECC সংগ্রহ করতে হবে। একই ভাবে শ্রেণী A ও B প্রকল্প সমূহের জন্য EA প্রতিপালন করার জন্য বিশ্ব ব্যাংকের নিরাপত্তামূলক নীতি অনুসরণ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে উভয়ের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ সব শ্রেণীবিণ্যাস A ও B এর উপ-প্রকল্প সমূহের বিষয় ভিত্তিক পরিবেশগত মূল্যায়ন পদ্ধতি এবং পরিবেশগত সব সমস্যা সমূহের যথাযথভাবে সুরাহা করার জন্য নিশ্চিত করা । এক্ষেত্রে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ অনুসরনীয়:

- একটি স্কেনিং পদ্ধতির মাধ্যমে প্রকল্পের বিভাগ চিহ্নিত করা এবং EA এর প্রয়োজনীয়তা স্থাপন করা। একটি IEE চিহ্নিত করে EA পরিধি (শ্রেণীবিণ্যাস A ও B প্রকল্প) এবং C বিভাগ প্রকল্প সমূহের জন্য জেনেরিক EMP।
- সাইট ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট ও EA প্রবতর্নের নিশ্চিত করা।
- EA এবং EMP তৈরী এবং ক্লিয়ারেন্স ছাড়পত্র (পরিবেশ অধিদপ্তর এবং বিশ্ব ব্যাংক)।
- EMP বাস্তবায়ন এবং তার কার্যকারিতা পরীক্ষণ।

ইজেড/ইপিজেড এ স্বতন্ত্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তাঃ

ইজেড/ইপিজেড প্রতিষ্ঠানের জন্য ভাল পরিবেশ ব্যবস্থাপনা অনুশীলন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কেননা এর মাধ্যমে প্রকল্পের কর্মক্ষম সময়/এ প্রভাব এড়ানো সম্ভব। PSDSP নিশ্চিত করার জন্য সকল কর্মউদ্দ্যেগক্তাদের নিম্নলিখিত সাধারণ নিয়মে সংযোগ স্থাপন এবং রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপালন করা (প্রাক-চিকিৎসা, রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ ইত্যাদি)।

- কেন্দ্রিয় তরল বর্জ্য শোধনাগার সাথে টার্শেয়ারি পরিশোধনাগার এর মাধ্যমে
- পুনঃব্যবহার/ রিসাইক্লিং।
- কেন্দ্রিয় বিপদজনক বর্জ্য নিষ্পত্তি সুবিধা।
- কেন্দ্রিয় কঠিন বর্জ্য নিষ্পত্তি সুবিধা।
- কেন্দ্রিয় ওয়েস্ট ওয়াটার পরিশোধনাগারের মাধ্যমে পুনঃব্যবহার/রিসাইক্লিং সুবিধা।
- সমন্বিত বৃষ্টির পানি সংগ্রহ করণ এবং পানি সরবরাহের সুবিধা।
- পর্যাপ্ত বনায়ন করা (ইজেড/ইপিজেড এর পৃথক স্পটে) বায়ু ও শব্দ দূষণের প্রভাব কমানোর জন্য।

উপরোক্ত উপায়ানত্ম ছাড়াও সকল কর্ম উদ্দ্যেগত্মাদের সম্পূর্ণরূপে নিম্নলিখিত বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রক নীতিমালা প্রতিপালন করতে হবে।

- ইজেড/ইপিজেড প্লট বরাদ্দের পূর্বে IEE তৈরী এবং সুরক্ষিত SCC করা।
- নির্মাণ কাজ শুরুর পূর্বে EIA তৈরী এবং সুরক্ষিত ECC (যার জন্য প্রযোজ্য) থাকা প্রয়োজন।
- কর্মক্ষেত্রে EMP বাস্তবায়ন এবং ECC এর শর্তাবলী যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা।
- কর্মক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশগত প্রবিধান যথাযথভাবে নিশ্চিত করা।

এছাড়াও বাংলাদেশ ইনভেষ্টমেন্ট ক্লাইমেট ফান্ড (BICF) প্রকল্পের মাধ্যমে বেপজা কর্তৃক এন্টারপ্রাইজের (যার জন্য প্রযোজ্য) পরিবেশগত পারফরমেন্স উন্নতি করার লক্ষ্যে উন্নত পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ও পর্যবেক্ষণের নিয়ামক প্রস্তুত করা হয়েছে। এ সমস্ত নিয়ামকগুলী হচ্ছে এন্টারপ্রাইজের পরিবেশগত নজরদারি প্রয়োগ পরিকল্পনার নির্দেশনার মাধ্যমে পরিবেশগত বেষ্ট মেনেজমেন্ট প্রেকটিস, এন্টারপ্রাইজের পরিবেশগত অডিট, পরিবেশগত প্রয়োগকৌশল, এন্টারপ্রাইজের মূল্যায়ন ও রেটিং এর জন্য পরিবেশগত পরিদর্শন ফর্ম ও মডিউল ।

এসমস্ত বিষয় ইজেড/ইপিজেডের লিজ চুক্তির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হবে এবং ইজেড/ইপিজেড এর অপারেটরদের পরিবেশগত সেল করে তার বাস্তবায়নের জন্য মনিটর করা হবে। পরিবেশগত সেট বিবরণীতে ইরফ নথি এবং পরিবেশগত প্রয়োজনীয়তার উপর বেপজার লিজ শর্তানুযায়ী এ্যানেক্স ১৬ ও ১৭ এর মধ্যে উপলব্দ করা হয় এবং নিজ নিজ উপ-প্রকল্প নথিতে একইভাবে উপযোক্তভাবে পরিবর্তিত এবং অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

৯. প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো:

সামগ্রিক প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যবস্থাঃ পিএসডিএসপি প্রকল্পের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে এবং উপ-প্রকল্পের জন্য সেন্ট্রাল কো- অরডিনেশন ইউনিট (CCU) দ্বারা সম্পন্ন করা হবে এবং নিজ নিজ বাসত্মবায়ন সংস্থা দ্বারা প্রয়োগ করা হবে। উপ-প্রকল্পের শ্রেণীর উপর নির্ভর করবে এসব সংস্থা BEZA, HTPA এবং BEPZA হবে। সিসিইউ এবং পিআইইউএস উভয়েই পর্যাপ্তরম্নপে সজ্জিত থাকবে প্রকল্প বাসত্মবায়ন করার জন্য।

পরিবেশ ব্যবস্থাপনার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাঃ পিএসডিএসপি ও ইএমএফ পরিবেশ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দিক বাসত্মবায়নের জন্য নিম্নলিখিত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা অনুসরনীয়:

- পরিবেশ মেনেজমেন্ট সেল সিসিইউ এ (EMC) প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার সবদিক মনিটরিং করতে হবে।
- পিআইইউ-এ প্রকল্প পরিবেশ সেল (PEC) নকশা পর্যায়ে পরিবেশ ব্যবস্থাপনার ব্যবস্থায় পর্যাপ্ত সমন্বয়তা নিশ্চিত করা এবং EMF বাসত্মবায়ন ও EMP নির্দিষ্ট প্রয়োগ করা।
- ইজেড/ইপিজেডের পরিবেশ মেনেজমেন্ট ইউনিট (EMU) এবং অন্যান্য নিয়ন্ত্রকারী প্রয়োজনীয় বাসত্মবায়ন করা ইজেড/ইপিজেড তৈরী এবং অপারেশকালীন সময়ে।

মনিটরিং এবং রিপোর্টিংঃ ইএমএফ বাস্তবায়ন এবং অন্য গৃহীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা অনুসরন করা হবে। তৈরীর সময় এবং অপারেশনের ফেইজের উপ-প্রকল্প সমূহ এবং EMC কর্তৃক তা মনিটরিং করা হবে। PEC হতে উপ-প্রকল্প সমূহের স্থান যৌথভাবে নিয়মিত পরিদর্শন ও প্রতিবেদন দাখিল করা। EMC যখন মাসিক পরিদর্শন করবেন এবং অগ্রগতির ত্রৈমাসিক রিপোর্ট উপস্থাপন করবেন ব্যাংকের নিকট। PEC এর পাক্ষিক পরিদর্শন এবং সংস্থার মাসিক রিপোর্ট জমা দিতে হবে।

বার্ষিক অডিট/ইএমএফ বাসত্মবায়নঃ EMF বাস্তবায়নে বার্ষিক পরিকল্পনা/ অডিট একটি স্বাধীন সংস্থা বা পেশাদার দ্বারা সম্পন্ন করা হবে। এ সংক্রান্ত অডিটের উদ্দেশ্য হতে হবে ------------------------.

- জিওবি ও ব্যাংকের আইনগত প্রয়োজনীয়তা অনুসারে পরিবেশ ব্যবস্থাপনার সঙ্গে প্রকল্পের পর্যালোচনা প্রতিপালন করা হবে।
- EMF এর উন্নয়ন ও পাঠশিক্ষণ এর মূল্যায়ণ এর জন্য এর প্রতিপালনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।
- উপ-প্রকল্প সমূহের নির্দিষ্ট ইএমপি এবং তার বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করা।
- বার্ষিক অডিট প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে ইএমএফ সংশোধিত/ উপযুক্তভাবে আপডেট করা।

১০. ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ও ট্রেনিংঃ

ক্যাপাসিটি বিল্ডিংঃ EMF বাস্তবায়ন ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সংখ্যা বাস্তবায়ন সংস্থার ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল। এটা নিশ্চিত করার জন্য এইচটিপিএ, বেজা, বেপজা, মাষ্টার ডেভেলপারগণ, ঠিকাদার এবং অন্যান্য স্টেক হোল্ডারদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রোগ্রাম রাখা, যার ফলে ইজেড/ইপিজেডে পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমগুলো সুন্দরভাবে সম্পাদিত করার সক্ষমতা তৈরী হয়।

ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে উপ-প্রকল্প সমূহের EMF ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা উন্নয়ন ও বাসত্মবতার নীরিখে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাপনার উন্নতি হবেঃ

বেসিক চর্চাঃ সম্ভাবতা ও গ্রহণযোগ্যতা বাছাই করার ক্ষেত্রে স্কিনিং, প্রশমন, অপশন, পরিকল্পনা মূল্যায়ণ করা।

পরিবেশঃ পরিবেশগত প্রভাব ও সামাজিক সংহতিনাশ প্রশমনকল্পে সাইট নির্বাচন ও প্রকল্প নকশা করা, ড্রেনেজ ধরণ পুনঃপ্রতিষ্ঠা, ভূমি ব্যবহার ইত্যাদি, প্রশমন ব্যবস্থা সহ চুক্তি, নির্মাণ সময় প্রভাব ব্যবস্থাপনা এবং কার্যকারি পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা থাকা।

মনিটরিংঃ

পরিবেশগত মনিটরিং এর মূল্যায়ণ করার জন্য রিপোর্টিং, অপারেশন ও বাসত্মবায়নকালীন ফেজে বিভিন্ন ফরমেটে সুপারভিশন, তথ্য প্রতিপালন, রেকর্ড কিপিং এবং অন্যান্য পদ্ধতি অনুসরন।

ট্রেনিং প্রোগ্রামঃ একটি ব্যাপক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা তৈরী করা হবে যা প্রাসঙ্গিক স্টেক হোল্ডারদের সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে যার নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য হবে।

- উপ-প্রকল্প সমূহের পরিবেশগত দিক নিশ্চিত করণ, প্রস্তুতকরণ ও বাসত্মবায়ন।
- PSDSP এর জন্য সংস্থাসমূহ কর্তৃক উপ-প্রকল্প সমূহের প্রস্তাব তৈরী, প্রশমন পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সহায়তা করার জন্য ক্ষমতা আছে তা নিশ্চিত করা এবং ইআইএ পদ্ধতি ও প্রবিধান অনুসারে সম্পাদন করা।
- পরিবেশগত মূল্যায়ন রিপোর্ট প্রনয়ন।
- EIA বাস্তবায়ন পদ্ধতি।
- পরিবেশগত প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা প্রনয়ন।
- বাসত্মবায়ন সংস্থার উপ প্রকল্পসমূহ মূল্যাবধারন, অনুমোদন, তদারকি ও বাসত্মবায়ন করার ক্ষমতা আছে তা নিশ্চিত করা, এ অনুযায়ী প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা করা।

এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এবং ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রোগ্রাম উন্নত করণ এবং সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতার সাথে পেশাদার সংস্থা দ্বারা প্রয়োগ করা হবে। প্রোগ্রাম বাসত্মবায়নের জন্য সম্পদ PSDSP নিজ নিজ উপাদান

থেকে বরাদ্দ করা হবে এবং সেন্ট্রাল কো-অরডিনেশন ইউনিট পরিবেশ মেনেজম্যান্ট সেল (EMC) দ্বারা সমন্বিত করা হবে।